ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন শিক্ষার্থী সংগঠন, সুইডেন

সংবিধান
(প্রতিষ্ঠিত: ১৯৯৬)

§ ১ নাম এবং অবস্থান:
সংগঠনটির নাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন শিক্ষার্থী সংগঠন, সুইডেন। যার সংক্ষিপ্ত নাম "ডুআইস" (DUAAIS)। সংগঠনটি সুইডেনের স্টকহোল্মে অবস্থিত।

§ ২ উদ্দেশ্যাবলী:
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন শিক্ষার্থী সংগঠন, সুইডেন একটি অলাভজনক, অরাজনৈতিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন সংগঠন, যা সক্রিয়ভাবে কাজ করবে:

২.১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ এর প্রাক্তন শিক্ষার্থী হিসেবে সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক অটুট রাখা এবং সংরক্ষণের লক্ষ্যে, সদস্যদের এবং তাদের পরিবারের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ সদস্যদের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সকল কার্যক্রমকে সমর্থন করবে।

২.২ সংগঠনটি গনতন্ত্র, নারী এবং পুরুষের মধ্যে সমতা রক্ষা এবং সমান অধিকারের জন্য কাজ করবে এবং বাংলাদেশের প্রগতীশীল লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য কাজ করবে, এছাড়াও নিজস্ব সংস্কৃতি বিনিময় এবং সুইডিশ সংস্কৃতির যথাযোগ্য ব্যবহারের জন্য চেষ্টা করবে।

২.৩ সংগঠনটি তার স্বার্থ রক্ষা এবং টিকিয়ে রাখার স্বার্থে যেকোনো বৈধ (আইনি) উপায় ব্যবহার করবে।

§ ৩ সদস্যপদ:
৩.১ বাংলাদেশিদের মধ্যে যেকোনো ব্যক্তি যিনি সুইডেনে বসবাস করছেন এবং যাদের ওয়ার্ক পারমিট (কাজ করার অনুমতি আছে) আছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ সম্পন্ন করেছেন (স্নাতক ডিগ্রি) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ছাত্র/ ছাত্রী আবাসনের সাথে সংযুক্ত ছিলেন তারা সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন।

৩.২ যে কোন সদস্য যদি কোন কারণে সংগঠন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বা সদস্য চাঁদা পরিশোধ না করার কারণে সদস্যপদ হারিয়েছেন তিনি কয়েক বছর অনুপস্থিতির পরেও তার সদস্যপদ ফিরে পেতে পারেন। এক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই প্রথমে কার্যনির্বাহী কমিটিকে অবহিত করতে হবে এবং বর্তমান বছর ও আগের দুই বছর সহ মোট তিন (৩) বছরের সদস্য ফি প্রদান করতে হবে।
৩.৩ অন্যদিকে, সংগঠনের বিরুদ্ধে অসদাচরণ বা কোনো অনুপযুক্ত বা অগ্রহণযোগ্য আচরণের কারণে বাদ পড়া একজন সদস্যের জন্য কলাম ৩.২-এর অধীনে উল্লেখিত নীতি প্রযোজ্য হবে না ।

§ ৪ সদস্যপদ আবেদন:
সংগঠনের সদস্য হতে চাইলে অবশ্যই সংগঠন বরাবর একটি নির্দিষ্ট পূরণকৃত আবেদনপত্র জমা দিতে হবে, সংগঠনের ওয়েবসাইটে এই আবেদনপত্রটি পাওয়া যায় । সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অধিভুক্তির বিষয়ে অনুর্ধ ছয় মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।
§ ৫ অনারারি / সম্মানিত সদস্য:
যে সকল সদস্য সংগঠনের কল্যাণের জন্য নিবেদিত ভাবে কাজ করেছিলেন/করছেন তাদের অনারারি সদস্য পদ প্রদান করা যেতে পারে। কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবের মাধ্যমে সংগঠনের বার্ষিক সভায় এই সদস্য নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
§ ৬ সদস্য চাঁদা:
প্রত্যেক সদস্যকে একটি বার্ষিক চাঁদা দিতে হবে, যার পরিমাণ সংগঠনের বার্ষিক সভায় নির্ধারিত করা হয়। যে কোনো সদস্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং দুটি নোটিশ পাওয়ার পরেও এবং পর পর তিন বছর সদস্য চাঁদা প্রদান করতে ব্যার্থ হলে, সংগঠনের সদস্যপদ হারাবেন।

§ ৭ সদস্যপদ বিচ্ছিন্নকরণ /বাতিলকরণ:
একজন সদস্যকে সংগঠন থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে, যদি ঐ ব্যক্তি উপরোক্ত শর্তগুলো লঙ্ঘন করে বা তার ক্রিয়াকলাপের

মাধ্যমে সংগঠনের কার্যক্রমে অসুবিধা সৃষ্টি করে, সেইসাথে তার দায়িত্ব-কর্তব্য অবহেলা করে, সেই প্রশ্নবিদ্ধ সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য, কার্যনির্বাহী কমিটির কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ (২/৩) সম্মতি প্রয়োজন হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নেয়া সিদ্ধান্তটি বার্ষিক সাধারণ সভা/অতিরিক্ত বার্ষিক সাধারণ সভাতে উপস্থাপন করতে হবে, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে (৫১%) পাশ করতে হবে।

§ ৮ বার্ষিক সভা এবং অতিরিক্ত বার্ষিক সভা:
কার্যনির্বাহী কমিটি সঠিক সময় এবং স্থান নির্ধারণ করে বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করে। বার্ষিক সভার নোটিশ এবং ঘোষণা, সভার কমপক্ষে চার সপ্তাহ আগে সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়। প্রাসঙ্গিক কারণে যেমন: নিরীক্ষণের স্বার্থে, নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের জন্য সংগঠনের নিয়মিত বার্ষিক সভা জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। সকল সদস্যদের প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রস্তাব করার অধিকার আছে, এবং বার্ষিক সভার দুই সপ্তাহ আগে প্রস্তাবগুলি কার্যনির্বাহী কমিটির বরাবর পৌঁছাতে হবে। কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বারা একটি অতিরিক্ত বার্ষিক সভা আহবান করা যেতে পারে যদি এটি প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয় বা সমস্ত সদস্যরা/দুই তৃতীয়াংশ সদস্যরা লিখিতভাবে অনুরোধ করে। সাধারণ বার্ষিক সভা বা বিশেষভাবে আহবান করা বার্ষিক সভাগুলিতে আলোচনা, আলোচ্যসূচি/এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং উল্লেখিত বিষয়ে সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়ে থাকে ।

§ ৯ বার্ষিক সভায় বিষয়:
৯.১ বার্ষিক সভার উদ্বোধন
৯.২ বার্ষিক সভার জন্য সভাপতি ও সেক্রেটারি (সাধারণ সম্পাদক) নির্বাচন
৯.৩ প্রোটোকল (খসড়া) সংশোধনকারী এবং ভোট গণনাকারী নির্বাচন
৯.৪ সভার সংবিধিবদ্ধ ঘোষণার বিষয়ে সিদ্ধান্ত
৯.৫ সভার জন্য ভোটের তালিকা নির্ধারণ করা
৯.৬ আলোচ্যসূচি নির্ধারণ
৯.৭ বিগত বছরের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যকলাপের তালিকা উপস্থাপন
৯.৮ পূর্ববর্তী বছরের আয়-ব্যায় বিবরণী এবং ব্যালেন্সের উপর কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতিবেদন পেশ
৯.৯ পূর্ববর্তী আর্থিক বছরে কার্যনির্বাহী কমিটির প্রশাসনের উপর নিরীক্ষকের প্রতিবেদন
৯.১০ নিরীক্ষা দ্বারা উল্লেখিত সময়ের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির দায়মুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত
৯.১১ উত্থাপিত বিষয় এবং বোর্ডের প্রস্তাব
৯.১২ সদস্য চাঁদা নির্ধারণ
৯.১৩ সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, এবং অন্যান্য সম্পাদক সহ কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সদস্য নির্বাচন
৯.১৪ নিরীক্ষক (অডিটর) নির্বাচন
৯.১৫ পরবর্তী বছরের জন্য নির্বাচন কমিটির নির্বাচন
৯.১৬ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী নির্বাচন
৯.১৭ পরবর্তী বছরের জন্য একটি প্রাথমিক বাজেট সহ একটি কার্য পরিকল্পনার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির প্রস্তাব
৯.১৮ অন্যান্য আলোচ্যসূচি/ আলোচ্যবিষয়

§ ১০ কার্যনির্বাহী কমিটি:
১০.১ কার্যনির্বাহী কমিটি সর্বনিম্ন ৫ এবং সর্বোচ্চ ১৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, আইসিটি (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) সম্পাদক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক এবং অন্যান্য সদস্যরা ২ বছর ম্যান্ডেট সময়ের জন্য বার্ষিক সভায় নির্বাচিত হয়ে থাকে।

১০.২ কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী স্ব-শরীরে উপস্থিত সভার আয়োজন করবে। সভাপতি কর্তৃক পাঠানো নোটিশ এর ভিত্তিতে (কমপক্ষে এক সপ্তাহ আগে) অথবা কমপক্ষে ২/৩ সদস্য অনুরোধ করলে কার্যনির্বাহী কমিটির সভার আয়োজন করবে। কমপক্ষে ৫১% সদস্য উপস্থিত থাকলে কার্যনির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত নিতে পারবে । কার্যনির্বাহী কমিটি সভায় গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত অবশ্যই লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সাধারণ সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে সবাইকে প্রেরণ করতে হবে।

১০.৩ সাধারণ ক্ষেত্রে, কার্যনির্বাহী কমিটির সভাগুলো সভাপতি বা সহ-সভাপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাদের

Mail address:

Odensvägen 5
S-187 73 Täby
SWEDEN.

Phone:

070 6456125 President
076-9430491 Secretary

http://www.duaais.com/

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন শিক্ষার্থী সংগঠন, সুইডেন

অনুপস্থিতিতে, সংগঠনে উপস্থিত কার্যনির্বাহী কমিটির সবচেয়ে সিনিয়র (বয়োজ্যেষ্ঠ) সদস্যের সভাপতিত্বে বৈঠকটি পরিচালনা করা হয়। সভার কার্যবিবরণী বর্তমান সভায় সম্পাদক বা কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত অন্য সদস্য দ্বারা লিপিবদ্ধ রাখা হয় এবং এটি অবশ্যই বাংলা/সুইডিশ ভাষায় করতে হবে। বার্ষিক সভার কার্যবিবরণী সবসময় সুইডিশ ভাষায় রাখতে হবে।

১০.৪ যদি একজন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য বৈধ কারণ/ঘটনা ছাড়া পরপর চারটি (৪) কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় যোগদান না করেন, তাহলে তিনি কার্যনির্বাহী কমিটিতে তার আসন হারাবেন ।

১০.৫ একজন ব্যক্তি যিনি সুইডেনের আদালত দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তিনি সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হতে পারবেন না।

§ ১১ সংগঠনের অর্থনীতি:

১১.১ সদস্যদের কাছ থেকে গ্রহণ করা বাৎসরিক চাঁদা, অনুদান এবং সংগঠন দ্বারা সংগঠিত কার্যক্রম থেকে আয়।

§ ১২ বার্ষিক সভায় ভোট দেওয়ার অধিকার এবং যোগ্যতা

১২.১ নির্বাচনী প্রক্রিয়া ব্যতীত বার্ষিক সভায় ভোটদান অবশ্যই উন্মুক্তভাবে হতে হবে।
শুধুমাত্র বৈধ ব্যক্তিরা, অর্থাৎ যারা তাদের সদস্যপদের চাঁদা প্রদান করেছেন, তাদের বার্ষিক সভায় ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে। কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যালট দ্বারা পরিচালিত হয় যদি অনুচ্ছেদে উল্লেখিতর চেয়ে বেশি প্রার্থী থাকে, অন্যথায় কার্যনির্বাহী কমিটি সবার সম্মতির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। সমান সংখ্যক ভোট হলে, ড্র এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

১২.২ আঠারো (১৮) বছর বয়সী যে কোন সদস্য এবং সংগঠনের লক্ষ্যগুলির জন্য কাজ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত মনে করে ।

§ ১৩ নির্বাচন কমিশন:

১৩.১ নির্বাচন কমিশন বার্ষিক সভায় সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা নির্বাচিত হয় এবং তিন থেকে পাঁচ সদস্য নিয়ে গঠিত হয়, যাদের মধ্যে একজন আহবায়ক।
১৩.২ নির্বাচন কমিশন বার্ষিক সভায় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নির্বাচনের জন্য নাম প্রস্তাব করে।
১৩.৩ উপস্থিত সদস্যদের ভোটের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক সভায় নির্বাচনটির চূড়ান্ত সারমর্ম তৈরি করা হয় ।
১৩.৪ নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী ফলাফলের একটি প্রোটোকল তৈরি করে যা নির্বাচন কমিটির সকল সদস্য দ্বারা স্বাক্ষরিত হয় এবং নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি বা তালিকায় সর্বাধিক ভোট পাওয়া নেতার কাছে হস্তান্তর করা হয়।
১৩.৫ নির্বাচন কমিশন এর পুনঃনির্বাচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে, কিন্তু ভোট দেওয়ার অধিকার নাই ।

§ ১৪ অডিটর (নিরীক্ষক):

১৪.১ সংগঠনের হিসাব নিকাশ এবং কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যক্রম অবশ্যই বার্ষিক সভার সময় নিযুক্ত একজন অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকের দ্বারা নিরীক্ষা করা হয় ।

১৪.২ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক যাকে ১৪.১ কলাম অনুযায়ী নির্বাচিত করা হয়েছে তাকে অবশ্যই কার্যনির্বাহী কমিটি থেকে প্রাপ্ত সমস্ত মন্তব্য, সিদ্ধান্ত, চুক্তি, নোটস এবং হিসাব নিকাশ পর্যালোচনা করতে হবে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষককে বার্ষিক সাধারণ সভায় একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দিতে হয়।

১৪.৩ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক যিনি ১৪.১ কলাম অনুযায়ী নির্বাচিত হয়েছেন তাকে অবশ্যই কার্যনির্বাহী কমিটির জন্য দায়মুক্তির প্রস্তাব আনতে হবে। যদি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক তার পর্যালোচনার সময় দেখেন, যেসকল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, চুক্তি, নোটস বা হিসাবে কোথাও ভুল আছে তাহলে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক কার্যনির্বাহী কমিটির দায় থেকে নিষ্কৃতি অস্বীকার করতে পারেন।

§ ১৫ সংবিধান সংশোধন:

১৫.১ সংবিধান এর সংশোধন শুধুমাত্র বার্ষিক সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশর (২/৩) দ্বারা নেওয়া সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নেওয়া হতে পারে।

১৫.২ সংবিধান এর পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাবনাগুলি অবশ্যই সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির মতামত সহ, বার্ষিক সভার কমপক্ষে দুই

Mail address:

Odensvägen 5
S-187 73 Täby
SWEDEN.

Phone:

070 6456125 President
076-9430491 Secretary

http://www.duaais.com/

(২) সপ্তাহ আগে সকল সদস্যদের কাছে পাঠাতে হবে।

§ ১৬ বিলুপ্তিকরণ:
১৬.১ দুই মাসের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত কমপক্ষে পরপর দুটি বার্ষিক সভার তিন-চতুর্থাংশ (৩/৪) সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সংগঠনের বিলুপ্তি হতে পারে। বিলুপ্তির প্রস্তাব এবং সিদ্ধান্তে অবশ্যই সংগঠনের সম্পদের/মূলধনের বণ্টন সংক্রান্ত বিধান থাকতে হবে।

Mail address:

Odensvägen 5
S-187 73 Täby
SWEDEN.

Phone:

070 6456125 President
076-9430491 Secretary

http://www.duaais.com/